★ ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন আন্দোলনের নব পর্য্যায় ★

জনমতের প্রাথমিক জয়

জনমতের কাছে স্বৈরাচারী ডাঃ রায় অবশেষে নতি স্বীকার করিয়া বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বা মিলন প্রস্তাবের ফলাফল লইয়া তর্ক বিতর্কের অবসান হইয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী বানচাল করার উদ্দেশ্যে মাঝখানে সংযুক্তির প্রস্তাব আনিয়া ঐক্যের নামে বিভেদকে চিরস্থায়ী করার কংগ্রেসী চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংযুক্তির মাধ্যমে যে দেশের বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন সমস্যা, শিল্পোন্নয়নের সমস্যা নির্ভর করে না তাহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সংযুক্তি প্রস্তাবের উদ্ভব যে কারণে হইয়াছিল আজও তাহা বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে।

উচ্চ ক্ষমতাপন্ন কমিটির রায়—চরম অবিচারের নিদর্শন

পশ্চিম বঙ্গের সীমানা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভাষা, ভৌগোলিক সংলগ্নতা, জণগণের ইচ্ছার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অস্বীকার করিয়া 'সীমানা কমিশন' যে রায় দিয়াছিলেন তাহার উপর ছুরি চালাইয়া কংগ্রেসী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি যখন আরও দুইটি বঙ্গ-ভাষা-ভাষি (থানা) অঞ্চল কাড়িয়া লইল, পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। 'উচ্চ ক্ষমতাপন্ন কমিটি'র অবিচার ও পক্ষপাত মূলক সুপারিশের বিরুদ্ধে ২১শে জানুয়ারী সর্বাত্মক হরতালের মধ্য দিয়া জনমত গর্জন করিয়া উঠিল।

সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে সাফল্য

জাগ্রত জনমতের সামনে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের সমস্ত উস্কানী ব্যর্থ হইয়া গেল। বিচলিত কংগ্রেস নেতৃত্ব উদ্ভাবন করিলেন অভিনব সংযুক্তির প্রস্তাব। সংযুক্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবস্থার অবনতি ঘটিল —তদকালীন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের প্রার্থীর পরাজয় শাসক গোষ্ঠীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অন্যদিকে আরও মারাত্মক আকার নিল গণজাগরণ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সংযুক্তি বিরোধী সভা, সম্মেলন, শোভাযাত্রা, আইন অমান্য সর্বোপরি ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সর্বাত্মক হরতালের অভূতপূর্ব সাফল্যে সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিলের কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। গণ আন্দোলনের চাপে ধনিক মালিক শ্রেণীর প্রতিভূ হটিয়া গেলেও অপেক্ষা করিতে লাগিল বিধান সভা ও লোক সভার উপনির্বাচনের ফলাফলের জন্য। সেখানেও সংযুক্তি বিরোধী শক্তির জয় রোধ করা গেল না।

মূলতঃ যে গণ জাগরণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিলের হিসাবে পড়িয়াছিল—তাহা উঠাইয়া আনিয়া লোক সভার উপনির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রতি নতি স্বীকার করিয়া ডাঃ রায় জনসাধারণের আস্থা ভাজন হওয়ার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। গণতন্ত্রের প্রতি সত্যই যদি কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠীর লেশ মাত্র আস্থা অবশিষ্ট থাকিত তবে শুধু সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহারই নয়—ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের পথে অগ্রসর হইতেন। (শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৮ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা] ১৬ই মে '৫৬ [চার পয়সা

প্রায় দুই শতাধিক উদ্বাস্তুর বর্দ্ধমান ডি, আর, ওর অফিস ঘেরাও

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বর্দ্ধমান জিলা কমিটির নেতৃত্বে গত ৩০শে এপ্রিল শিবদা, লক্ষীপুর ও বালিডাঙ্গা এলাকার দুই শতাধিক উদ্বাস্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর নিকট বিভিন্ন দাবীদাওয়া সমন্বিত প্রেরিত স্মারকলিপির কোন উত্তরনা পাওয়ায় বর্ধমান ডি, আর, ওর অফিস ঘেরাও করে।

উদ্বাস্তু মিছিল বিভিন্ন ধ্বনি সহযোগে শহরের প্রধান রাস্তাসমূহ পরিক্রমন করে এবং জিলা শাসক দপ্তর, কোর্ট প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভ

উদ্বাস্তু মিছিল শহর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

প্রদর্শন করিয়া বেলা ১টা নাগাদ ডি, আর, ওর অফিসে পৌছায়। তাহাদের পক্ষ হইতে কমরেড শীতেশ দাসগুপ্ত আর, জি, শেখর, জিতেন দাস প্রমুখ চারজন প্রতিনিধি ডি, আর, ওর সহিত দেখা করেন। প্রায় দু'ঘন্টা আলোচনায় টেষ্ট রিলিফ, চিকিৎসা, জবরদখল ও শিক্ষা বিষয়ক দাবীগুলি অবিলম্বে পূরণ করিবার আশ্বাস ডি, আর, ও দেন এবং জমি ও চাষের সরঞ্জাম বিষয়ক প্রশ্নে সরকারী ব্যবস্থাকে

(শেষাং ৪-এর পাতায় দেখুন)

এস-ইউ-সির গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

১৮ই হইতে ২০শে মে বরাহনগরে অনুষ্ঠান

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের পশ্চিম বঙ্গ কমিটির উদ্যোগে আগামী ১৮ই হইতে ২০শে মে গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে অনুষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষা শিবিরে মার্কসবাদের মূলনীতি, সমাজ বিপ্লবের ধারা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষা; আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি; ভারতবর্ষের সমাজ বিপ্লবের স্তর নির্ণয়, কংগ্রেসী জনবিরোধী শাসনের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ; গোয়া আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের আগামী আন্দোলনের গতি নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের কর্ম্মসূচীতে স্থানলাভ করিয়াছে।

শিক্ষা শিবির পরিচালনায় প্রধানতঃ পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, পৃতিশ চন্দ, নীহার মুখার্জী অংশ গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষা শিবির সমাপ্তিতে স্থানীয় প্রগ্রেসিভ কালচারেল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও "মোকাবিলা" নাটক অভিনীত হইবে।

শিক্ষা শিবিরে পশ্চিম-বঙ্গের মালদহ, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলিকাতা প্রভৃতি জিলার প্রায় দুইশত পার্টি কর্মী অংশ গ্রহণ করিবেন এবং বাইরের রাজ্য কমিটিগুলি হইতে ভ্রাতৃত্বমূলক অংশ গ্রহণকারী হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

পঃ বঃ রাজ্য কমিটির দপ্তর হইতে জিলা সম্পাদকের ছাড়পত্র লইয়া আসিয়া ৩৲ টাকা জমা দিয়া শিক্ষা শিবিরের প্রবেশপত্র লইতে হইবে।

সময় ১৮ই—বিকাল ৫॥টা

১৯শে ও ২০শে—সকাল ৭॥টা—১০॥টা

বিকাল ৫॥টা—৯॥টা।

—ঐতিহাসিক মে দিবসের ডাক—

● দুনিয়ার শ্রমজীবি জনতা এক হও ● ● বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক ●

[প্রতি বছরের মত এবৎসরও দুনিয়ার মেহনতী জনতা ও শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিক মে দিবস পালন করিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও এই দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় এই দিবসে সংযুক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মে দিবসের সত্যিকারের তাৎপর্য্য যেখানে শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা—সেখানে বেশীর ভাগ বক্তাই নির্ব্বাচনের মারফৎ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অভিনবত্বের বাণী বর্ষণ করিয়াছেন। তাই মে দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হইল।

—সঃ গঃ]

মে দিবসের বাণী হে মার্কেটের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া প্রতিটি দেশের শোষিত মেহনতী জনসাধারণ তথা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আজও জ্বল জ্বল করে—তাই প্রতিবৎসরই ১লা মে দুনিয়া ব্যাপী শ্রমজীবী জনসাধারণ নিজ নিজ দেশের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতির পর্য্যালোচনা, আগতদিনে সংগ্রামের সাফল্যের পথ-নির্দ্দেশ, সংগ্রামী জনগণের সংহতি গড়িয়া তোলা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নগুলির সমাধানের মাধ্যমে চলার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়।

শ্রমজীবী জনসাধারণের ন্যূনতম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী ১৮৮৯ খৃঃ যে রূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল—প্রায় শতাব্দির সংগ্রাম ও পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়—রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর স্থান নির্দ্ধারণ বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে। বিগত সাম্রাজ্যবাদী প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট দেশ স্বদর্পে আবির্ভূত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারণ যজ্ঞের বলি হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পূর্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ। যুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া ভূখণ্ডে নয়া চীনের উৎপত্তির মধ্য দিয়া পুঁজিবাদের শাশ্বত রূপ ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। দেশে দেশে জন জাগরণ নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে।

পুঁজিবাদ নিরন্তন সংকট জর্জরীত হইয়া বাঁচার জন্য নিত্য নূতন ফন্দি আঁটিতেছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের চক্র সৃষ্টি ও যুদ্ধায়োজনের মধ্য দিয়া ধ্বংসের দিনটি পিছাইয়া দেওয়ার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির নূতন নূতন অপ-কৌশল ডলার শক্তির জোরে চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের মধ্যে আঁতাতে টান লাগিতেছে—বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের সাম্রাজ্যবাদীরা আপন আপন অস্তিত্ব সংকট রক্ষায় ব্যতিবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদী অন্যান্য দেশও আপন আপন স্বার্থ রক্ষায় চক্রাকারে ঘুরপাক খাইতেছে।

যুদ্ধোবিরোধী শান্তি সংগ্রামের শক্তি সমাবেশ উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হইয়া ওঠায় মুক্তি সংগ্রামের নূতন অধ্যায় সূচীত হইয়াছে। বিশ্বশান্তি সংগ্রাম সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্ররূপে শ্রেণীসংগ্রামের অব্যাহত ধারায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ঐতিহাসিক মে দবসের ঐতিহ্য বহন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া, নয়া চীন, পূর্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশ সমূহ বিশ্বশান্তির সংগ্রামকে শক্তিশালী ও নিজ নিজ ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজের অগ্রগতির নব নব পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিতেছে; সাম্রাজ্য-বাদী দেশের সর্বহারা শ্রমজীবী জনগণ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সংগ্রামকে উন্নত হইতে উন্নততর পর্য্যায়ে লইয়া যাইতেছে—ভারতবর্ষের শোষিত মেহন্নতী জনসাধারণকেও সেই পথ বাহিয়া ভারতবর্ষের পুজিবাদী ব্যবস্থাকে খতমের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম শ্রমজীবি জনসাধারণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম বাধা পুঁজি-পতি শ্রেণীর তরফ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়াছে। মুনাফার স্বার্থ রক্ষার তাগিদে পুঁজিপতিশ্রেণী রাজ-নৈতিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করিয়া শ্রমনীতি পরিচালনা ও শ্রমিকদের মধ্যে মালিক-শ্রমিকের বিরোধ মিমাংসার নামে দীর্ঘসূত্র সালিশী ও ট্রাইবুন্যালের নিয়মতান্ত্রিক বেড়াজাল সৃষ্টি এবং মালিক-সরকার পুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে শ্রমিক সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বামপন্থী দল-গুলির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিছক অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া চলার অপরিনামদর্শিতা শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া সমাজ বিপ্লবের মূল শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ শাসকগোষ্ঠি পুরা মাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। দুনিয়াব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমজীবী জন-সাধারণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাকে বিভ্রান্ত করিয়া পুজিবাদী রাষ্ট্রের জোয়ালে বাধিয়া জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের বুলির আড়ালে পুঁজিবাদকে সংহত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ার আওয়াজ তুলিয়াছে। সাথে সাথে "স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রে"র অজুহাতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। জাতীয় ঐক্যের পদমূলে শ্রেণীসংগ্রামকে বলি দেওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে চলিয়াছে।

পুঁজিপতি শ্রেণীর অপকৌশল তা সে যত কৌশলীভাবেই প্রকাশ করুক না কেন বুঝিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী হিসাবে পরিচিত দলগুলির শাসক গোষ্ঠীর কৌশলী চক্রান্তের সামনে রাজ-নৈতিক দেউলিয়াপনা সর্ব্বোপরি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্কারবাদী নীতির ফলে দেশের শ্রমিক আন্দোলন আসন্ন বিপর্য্যয়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী কষ্ট বহন করিয়া দেশের শ্রমিক বেকারী, ছাঁটাই, ও দ্রব্য মূল্যের চাপে জীবনধারণের অসহায় অবস্থার সম্মুখীন; কৃষক ক্রমাগত জমি হইতে উৎখাত হইয়া নিঃস্ব এবং ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে; মধ্যবিত্তের জীবনে দৈনন্দিন করভার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তায় মরণোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের পুঁজিতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়া এ দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্য হইতে প্রগতিশীল শক্তির অন্বেষণের ব্যর্থ প্রয়াসে রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে।

রাজনৈতিক ঘোলাটে আবহাওয়ার আবর্ত্ত হইতে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মার্কস্‌বাদী লেনিনবাদী দল—ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার নির্ভুল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মারফৎ ভারত-বর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি উৎঘাটন করিয়া ভারতবর্ষের পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও পুঁজিপতিশ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রেণী-সমাবেশের পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, পুঁজি-বাদের অবসানের জন্য বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে গরীব কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের বৈপ্লবিক ঐক্যই বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন তথা শোষণ-হীন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার কার্য্যক্রম সার্থক করিয়া তুলিতে সক্ষম।

এমতাবস্থায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল—শ্রেণীসংগ্রামের প্রশস্ত পথ ত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিকতার

(৩য় পাতায় দেখুন)

বেকারী, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলনের শপথ নিন

(২য় পাতার পর)

বেড়াজাল সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। তাদের মুখোস খুলিয়া দিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজিপতি শ্রেণীর আওতা হইতে মুক্ত করার জন্য নীতিগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইতে হইবে।

সার্থক বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য জনজীবনে সংগ্রামী সংহতি গড়ার সাথে সাথে মতবাদিক বিপ্লবের সার্থকতার মধ্য দিয়াই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জয়ের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার মতবাদিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনসাধারণের সামনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে—তার পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উত্তরোত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্রে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক রূপ দিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মধ্যপথে অসমাপ্ত হওয়ায় সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক যে সমস্ত সংস্কার আজও সাধিত হয় নাই—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রমের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আজ তাহা পরিপূরণের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

শ্রমজীবী সংহতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আজ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নির্দ্দেশিত পথে সংগ্রাম পরিচালনা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য সমস্ত গনতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে আগাইয়া আসিতেই হইবে।

বিশ্বের শ্রমজীবী জনসাধারণ এক হউক।

ইনক্লাব—জিন্দাবাদ

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তীব্র গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী পশ্চিম বঙ্গের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :—

চাল, ডাল, তেল, কয়লা, মশলা হইতে শুরু করিয়া মাছ, তরকারী, শাক শব্জী প্রতিটি জিনিষের মূল্য মাসাধিক কাল হইতে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিক কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে এক বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সাথে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে কংগ্রেসী সরকার এই মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ মুদ্রাস্ফীতি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মের ফলে এই অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে জনতার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখাইতে অনেক হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে মজুতদারেরা এই মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিলেও ইহাই যে একমাত্র কারণ নয় এবং এই মজুত করার নীতিও যে একমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই সম্ভব এই কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কেননা পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করিয়াও যেখানে বেকার সমস্যা বা জনসাধারণের অত্যন্ত মৌলিক সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয় না সেখানে মূল্য বৃদ্ধির সমস্ত দায়িত্ব শুধু মাত্র কয়েকটি "ব্যক্তির" উপর বা 'প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের উপর' চাপাইয়া দেওয়া অবৈজ্ঞানিক।

খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কম দামে চাল সরবরাহের জন্য দোকান খোলার ঘোষণা করিয়াই তাহার দায়িত্ব পালন (?) করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত দোকানের ব্যবস্থা এবং সেই চালের নমুনা বেশীর ভাগ লোকের নিকট আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এই মূল্য বৃদ্ধির সঙ্কট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সরকারী তৎপরতার অভাবই পরিদর্শিত হইতেছে।

এ হেন পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভুক্ত ভোগী মানুষ তথা শ্রমিক ও কৃষক ও মধ্যবিত্তের উচিত উত্তরোত্তর দুর্ব্বিসহ মূল্য বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এবং সেই ব্যবস্থার একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যকরী পথ হইতেছে কংগ্রেসী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে এক সক্রিয় ব্যাপক এবং সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন গড়িয়া তোলা। এই দাবীর ভিত্তিতে প্রতিটি পাড়ায় প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রামী গণকমিটি গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইতেছি।

বিভিন্ন স্থানে এস-ইউ-সি দিবস উদ্‌যাপিত

কলিকাতা

এক পক্ষ ধরিয়া পোষ্টারিং, গ্রুপ মিটিং, বস্তীমিটিং, পথ সভা, গণফাণ্ড সংগ্রহ, ও গণদাবী বিক্রয় অভিযান প্রভৃতি কার্য্যক্রম পালন করা হয়। এই পক্ষ কালের মধ্যে কলিকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরোয়া সভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে হাজরা পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস, ইউ, সির নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি, এম্, এল্, এ। প্রধান বক্তা কমরেড নীহার মুখার্জী তার ভাষণে এস, ইউ, সির প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিটি রাজনৈতিক জটিল মুহূর্ত্তে দলের মতবাদিক বিশ্লেষণের নির্ভুলতা উল্লেখ করেন।

সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যে সমস্ত বামপন্থী দল সাম্যবাদের নামে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের প্রশ্নকে অস্বীকার করে তাহাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এস-ইউ-সিকে সত্যিকারের শ্রমিক দল হিসাবে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সভায় কমরেড সুকোমল দাশ গুপ্ত, তাপস দত্ত প্রমুখ সংগঠকগণ বক্তৃতা দেন।

বর্দ্ধমান

গত ২৪শে এপ্রিল বর্ধমান শহরে স্থানীয় কমিটির উদ্যোগে এস-ইউ-সির অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিপালিত হয়। সকালে স্থানীয় পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকাল ৬টায় ত্রিশজনের এক কর্মী সমাবেশে কমরেড আর, জি, শেখর সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান বক্তা অধ্যাপক সুকোমল দাশগুপ্ত তার ভাষণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রকৃত শ্রমিক-শ্রেণীর দলের প্রয়োজনীয়তা এবং সে দায়িত্ব পালনে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সংগ্রামী ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা করেন। কমরেড শীতেশ দাসগুপ্ত কয়েকটি সাংগঠনিক প্রশ্ন আলোচনা করেন। সভায় সাচ্চা শ্রমিক শ্রেণীর দল এস-ইউ-সিকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

বীরভূম

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের অষ্টম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪শে এপ্রিল (এস, ইউ, সি দিবস) প্রতি বৎসরের মত এবৎসরও উদ্‌যাপিত হয়।

এস, ইউ, সি দিবস উপলক্ষে ২৪শে এপ্রিল বীরভূম জেলা পার্টি অফিসে স্থানীয় সংগঠকগণ কর্ত্তৃক সকাল ৮টায় লাল পতাকা উত্তোলিত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় পার্টির কর্ম্মী এবং সমর্থকদের একটী সভা হয়। এস, ইউ, সি দিবস উপলক্ষে বিশেষ ভাবে আয়োজিত ২৭শে এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়; এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। শিক্ষাশিবিরে সিউড়ী, হাটজন বাজার, চিনপাই, ঘয়রাকুঁড়ি, কড়িধ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে কর্ম্মীগণ সমবেত হন।

ঘাটশীলা

গত ২৪শে এপ্রিল সিংভূম জেলা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের উদ্যোগে এস-ইউ-সির প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিপালিত হয়। পোষ্টারিং ও গ্রুপ মিটিংএর মাধ্যমে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এস-ইউ-সির বিশ্লেষণ এবং সঠিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে চাষী ও মজুর এলাকায় ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়।

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

ব্যাপক গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানে জনমত ও গণসংগঠন গড়িয়া তোলাই একমাত্র কার্য্যক্রম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসী সরকারের দর কষাকষি

বহুপূর্বেই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার জনসাধারণকে কংগ্রেসী সরকারের অপকৌশলের প্রতি সতর্ক করিয়া দিয়া সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিল যে, "শেষ পর্য্যন্ত সংযুক্তির প্রশ্নকে প্রত্যাহার করিতে হইলে নিম্নোক্ত যে কোন একটি অথবা বাধ্য হইলে একটির পর একটি প্রস্তাব আনিয়া ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীকে বানচাল করিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার সচেষ্ট। সেই প্রস্তাবগুলি হইল—(১) হয় বর্ত্তমান স্থিতাবস্থা চালু করা (২) না হয় সীমা কমিশনের সংশোধিত (সর্বোচ্চ কমিটি দ্বারা) রায় নতুবা (৩) সীমা কমিশনের রায়ে (সর্বোচ্চ কমিটির সংশোধন ছাড়া) ফিরিয়া যাওয়া। সংযুক্তি প্রস্তাব হইতে পিছু হটিতে হইলেও যাহাতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কোন মতেই না হইতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।" (গণদাবী—ভাষাভিত্তিক আন্দোলনে বুসেটিন – ৬)

কংগ্রেসী সরকার জনগণের ভাষাভিত্তিক দাবীকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সংযুক্তি প্রস্তাবের মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘোরাল করিয়া তুলিয়া আজ পশ্চিম বঙ্গের প্রতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি যে চরম অবিচার করিয়াছিল তাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার মতলবে আটঘাট বাঁধিতেছেন। কংগ্রেসী ধাপ্পার প্রতিবাদে ২১শে জানুয়ারীর হরতালের দৃষ্টান্ত আজও জনমনে জলন্ত হইয়াই আছে।

পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ বার বার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাষা, ভৌগোলিক সংলগ্নতা ও জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের উপরোক্ত তিনটি বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গের সীমানা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বঙ্গ ভাষাভাষি অঞ্চলগুলি পঃ বঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবী সুস্পষ্ট এবং সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক উপায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে।

কংগ্রেসী সরকারের কাছে জনগণের আবেদন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ না লইতেছে কোন মূল্যই সৃষ্টি করিতে পারে না। তার বহু সাক্ষ্য রহিয়াছে প্রতিটি আন্দোলনের পাতায় পাতায়। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন সর্বশেষ সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

সংযুক্তি বিরোধী ও ভাষা ভিত্তিক আন্দোলনের রূপ ঃ

সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের দাবী ছিল (Negative Nature এর) ঋণাত্মক ধরণের। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবী (Positive Natureএর) ধনাত্মক ধরণের। এই মূল ও সুস্পষ্ট দাবী কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য পঃ বঙ্গের সংলগ্ন যে সমস্ত প্রধানত বঙ্গ ভাষা ভাষি অঞ্চল আছে তা পঃ বঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবী, ঐ সমস্ত অঞ্চলের অবাঙ্গালী জনসাধারনের বিরুদ্ধে নয়। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠি নিজেদের পুঁজিবাদী স্বার্থ কায়েম করার জন্য এক ভাষাভাষি অধিবাসীর সঙ্গে অন্য ভাষাভাষি অধিবাসীকে যতই উত্তেজিত করার চেষ্টা করুক না কেন তাহা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

পঃ বঙ্গের জনসাধারণের ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলন মূলত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসী সরকার বর্ত্তমান ভারতের ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে কোন ক্রমেই জনগণের দাবী ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করিতে ইচ্ছুক নয়। জনবিরোধী সরকারের হৃদয় পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তাই ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আঘাত ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর আক্রমণ প্রতিহত করার অন্য কোন উপায় জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত নাই।

গণ সংগ্রামই—ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন সার্থক করতে সক্ষম ঃ—

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য নব পর্য্যায়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে এক্ষণে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সারা প্রদেশ ময় জনমত ও গণসংগঠন গড়িয়া তোলাই এক মাত্র কার্য্যক্রম। এই কার্য্যক্রম কার্য্যে পরিণত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সংযুক্তি বিরোধী ও ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বামপন্থী ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে সংগ্রামী নীতি ও কার্য্যক্রমের অন্তর্নিহিত বিভেদ ও গণ আন্দোলনের পরিপন্থী নিয়মতান্ত্রিক বা উগ্র ভাববিলাসী পন্থার হটকারীতা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করিবার দায়িত্ব আজ সব চাইতে বেশী সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী তথা মেহনতী জনগণের দল—সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের প্রতিটি কেন্দ্রের কর্মী ও সংগঠকদের। জনসাধারণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করিয়া প্রতিটি অঞ্চলে সংগ্রামী গণ কমিটি গড়িয়া তোলার মাধ্যমেই জনসাধারণ ব্যাপক গণ আন্দোলনে নিজেদের সংগ্রামী হাতিয়ার লইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। সচেতনতা ও সংঘবদ্ধতা লইয়া সঠিক সংগ্রামের পথে জনসাধারণের জয়যাত্রা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই—ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলনকে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের প্রশস্ত পথে সুনিশ্চিতভাবে জয়যুক্ত করিয়া তুলুন।

বর্দ্ধমানে উদ্বাস্তু মিছিল

(১-এর পাতার পর)

ত্বরান্বিত করিবার জন্য কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানান। উদ্বাস্তুদের দাবী অনুযায়ী তিনি মে মাসে উক্ত কলোনী সমূহ পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দেন।

অতঃপর পুনরায় উদ্বাস্তুগণ শোভাযাত্রা করিয়া ষ্টেশন সংলগ্ন ময়দানে এক সভায় সমবেত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড শীতেশ দাসগুপ্ত। কমরেড আর, জি, শেখর, কমরেড পবিত্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করেন।

ধলভূম গ্র্যাভেল খাদান মজদুর ইউনিয়ন গঠন

গত জানুয়ারী মাসে ধলভূমগড় গ্র্যাভেল খাদান শ্রমিকদের একটী শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। কমরেড হীরেন সরকার, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, কমরেড দুর্গা দাস যথাক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি, সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে পনেরো দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। গত ৬ই এপ্রিল ধানবাদ হইতে কন্সিলিয়েশন অফিসার আলোচনার জন্য এখানে আসেন। এই আন্দোলনে তিনটি কোম্পানীর অধীনস্থ শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে।

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১লা মে নরসিংগড় ইঙ্গ-তাঁড়ি ময়দানে মে দিবস উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস, ইউ, সি নেতা কমরেড হীরেন সরকার। কমরেড দুর্গা দাস, অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, বিষ্ণু হেম্ব্রম ও বালেশ্বর সিং এই দিবসের তাৎপর্য্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

—প্রীতিশচন্দ কর্ত্তৃক ২৩ নং ডিক্সন লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত